প্রভুর কৃষ্ণবিরহজ বিপ্রলম্ভভাবানুসরণেই অনর্থনিবৃত্তি ও কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, শুনিতে মহাসুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি সকল-দুঃখ ॥ ১১০ ॥

নিত্য নবনবায়মান হৃৎকর্ণরসায়ন চৈতন্যলীলামৃত ঃ—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ ॥ ১১১ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
বিরহ-প্রলাপ-মুখ-সঙ্ঘর্ষণাদিবর্ণনং
নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

তিভিঃ ক্ষিণোষি। কচ্চিন্মুকুন্দগদিতানি যথা বয়ং ত্বং বিস্মৃত্য ভোঃ স্থগিতগীরুপলক্ষ্যসে নঃ।।" ৪।।

অতিশয় যক্ষ্মাক্রান্ত, অশক্ত নাশিতে ধ্বান্ত, শশধর স্বীয় কান্তিবলে। কিবা কৃষ্ণ-গানে ভ্রান্ত, বাক্য-ব্যয়ে রহ ক্ষান্ত, দেখি' মোরা আমাদের দলে।। ৪।।

"কিং ত্বাচরিতমস্মাভির্ম্মলয়ানিল তেঽপ্রিয়ম্। গোবিন্দাপাঙ্গ-নির্ভিন্নে হৃদীরয়সি নঃ স্মরম্।।" ৫।।

আমাদের আচরণ, অনুচিত কি এমন, শুন, হে মলয়-সমীরণ। গোবিন্দকটাক্ষবিদ্ধ, কন্দর্প-প্রেরণে সিদ্ধ, প্রতিশোধ-গ্রহণ-কারণ।। ৫।।

"মেঘ শ্রীমংস্ত্বমসি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনং শ্রীবৎসাঙ্কং বয়মিব ভবান্ ধ্যায়তি প্রেমবদ্ধঃ। অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়োঽস্মদ্বিধো বাষ্পধারাঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা বিসৃজসি মুহুর্দুঃখদস্তৎপ্রসঙ্গঃ।।" ৬।।

শুন, মেঘ, কৃষ্ণমিত্র, চিন্তিছ শ্রীবৎস-চিত্র, প্রেমবদ্ধ মহিষীর ন্যায়। কৃষ্ণসঙ্গ ধ্যান করি', উৎকণ্ঠায় দুঃখে মরি', সিঞ্চিতেছ বাষ্পধারা-প্রায়।। ৬।।

"প্রিয়রাবপদানি ভাষসে মৃতসঞ্জীবিকয়ানয়া গিরা। করবাণি কিমদ্য তে প্রিয়ং বদ মে বল্গিতকণ্ঠ কোকিল।।" ৭।।

সুকণ্ঠ কোকিল, শুন, অনুকারে সুনিপুণ, মৃতসঞ্জীবনী তব কথা। তব প্রিয়-আচরণ, মহিষীর সুকরণ, সেইরূপ সাধি, বল তথা।। ৭।।

" ন চলসি ন বদস্যুরদারবুদ্ধে ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্। অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্‌ঘ্রিং বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্ত্তুম্।।"৮।।

উদারধী ক্ষিতিধর, অচঞ্চল মৌনবর, মহদর্থ-চিন্তায় মগন। তুমি আমাদের মত, হৃদয়ে রাখিতে ব্রত, বসুদেব-তনয়-চরণ।।৮।।

"শুষ্যদ্ধ্রদাঃ করশিতা বত সিন্ধুপত্ন্যঃ সম্প্রত্যপাস্তকমলশ্রিয় ইষ্টভর্ত্তুঃ। যদ্বদ্বয়ং মধুপতেঃ প্রণয়াবলোকমপ্রাপ্য মুষ্টহৃদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম।।" ৯।।

সিন্ধুপত্নী নদী সব, শুষ্কনীর দেখি' তব, অরবিন্দ-শোভা নাই আর। কৃশাঙ্গ হয়েছে তারা, নিদাঘে আনন্দ-হারা, সিন্ধুসুখ করে না বিস্তার।। মহিষীসকল দীনা, শুষ্কচিত্ত তনুক্ষীণা, মধুপতি—প্রণয়-রহিত। তোমরা কি সেইমত, তোয়হীন শোভা-হত, তাঁর প্রেমদৃষ্টি-বিবর্জ্জিত ?? ৯।।

"হংস স্বাগতমাস্যতাং পিব পয়ো ব্রূহ্যঙ্গ শৌরেঃ কথাং দূতং ত্বাং নু বিদাম কচ্চিদর্জিতঃ স্বস্ত্যাস্ত উক্তং পুরা। কিং বা নশ্চল-সৌহৃদঃ স্মরতি তং কস্মাদ্ভজামো বয়ং ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং শ্রিয়মৃতে সৈবৈকনিষ্ঠা স্ত্রিয়াম্।।" ১০।।

সুখে আসিয়াছ, হংস, এস সমাদরি। কৃষ্ণের সন্দেশ বল, দুগ্ধ পান করি'।। 'কৃষ্ণদূত' বলি' তোমা মোরা সদা জানি। হরি কিছু আমাদের বলিয়াছে বাণী ?? সুখে ত' আছেন কৃষ্ণ ?—জানিবারে চাই। আমাদের কথা কি তাঁর মনে কিছু নাই ?? একা লক্ষ্মী সেবে তাঁরে, আমরা—কিঙ্করী। অ-কামদ-বাক্যব্যয়ি-জনে কিসে বরি ??

ইতি অনুভাষ্যে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—দৈন্যোদ্বেগাদি-উৎকণ্ঠার সহিত শিক্ষাষ্টকের আস্বাদনে স্বরূপ-রামানন্দের সহিত মহাপ্রভু রাত্রি যাপন করিতেন। সময়ে সময়ে প্রভু (জয়দেব-কৃত) শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীমদ্ভাগবত, (শ্রীরায়-রামানন্দ-কৃত) শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটক, (শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত) শ্রীকর্ণামৃত হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইতেন,—ইত্যাদি এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

এইপ্রকারে দ্বাদশ বৎসর রসাস্বাদনপূর্ব্বক ৪৮ বৎসর বয়সে শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলা সমাপ্ত করেন বলিয়া গ্রন্থকার আভাস দিয়াছেন। অতঃপর তিনি অন্ত্যলীলার বিবরণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

জাতপ্রেম ভক্তেরই প্রভুর বিপ্রলম্ভভাবানুসরণে যোগ্যতা ঃ—

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্ ।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

পুরীতে অনুক্ষণ বিপ্রলম্ভভাব-ব্যাকুল প্রভু ঃ—

এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে ।
রজনী-দিবসে কৃষ্ণবিরহে বিহ্বলে ॥ ৩ ॥

প্রভুর পরমপ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিত্য-সঙ্গিদ্বয় ঃ—

স্বরূপ, রামানন্দ,—এই দুইজন-সনে ।
রাত্রি-দিনে রস-গীত-শ্লোক আস্বাদনে ॥ ৪ ॥

আটটী সাত্ত্বিক ও তেত্রিশটী ব্যভিচারি-ভাবোদয় ঃ—

নানা-ভাব উঠে প্রভুর—হর্ষ, শোক, রোষ ।
দৈন্যোদ্বেগাদি, উৎকণ্ঠা, সন্তোষ ॥ ৫ ॥

স্বয়ং বা ভক্তদ্বয়-সহ তত্তদ্ভাবোদ্দীপক শ্লোক-পাঠ বা শ্রবণ ঃ—

সেই সেই ভাবে নিজ-শ্লোক পড়িয়া ।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা ॥ ৬ ॥
কোন দিনে, কোন ভাবে শ্লোক-পঠন ।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সাধ্য-সাধন বা উপেয়-উপায়ের অভেদ-বর্ণন ; সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরম অভিধেয় বা শাব্দিকাবতার শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

হর্ষে প্রভু কহেন,—"শুন, স্বরূপ-রামরায় ।
নামসঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায় ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীই একমাত্র সুবুদ্ধিমান্ ঃ—

সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন ।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩০)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০ ॥

শুদ্ধনামের ফল—নিঃশ্রেয়স ও কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

নামসঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ ।
সর্ব্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥ ১১ ॥

শ্রীমুখনিঃসৃত ***শ্রীশিক্ষাষ্টক*** (বা শ্রীভাগবত-নির্য্যাস) ;
নামাভাস ও নামের ফল ঃ—
পদ্যাবলীতে (১০) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ১ম শ্লোক—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন ।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥" ১৪ ॥

অশোক, অভয়, অমৃতাধার শ্রীনাম ঃ—

উঠিল বিষাদ, দৈন্য, পড়ে আপন-শ্লোক ।
যাহার অর্থ শুনি' সব যায় দুঃখ-শোক ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই গৌরচন্দ্রের প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষ, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তি-মিশ্রিত বিলাপ নিষেবণ করেন।

১২। চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

অনুভাষ্য

১। ভাগ্যবদ্ভিঃ (প্রেমসম্পন্নৈঃ মহাত্মভিঃ এব) গৌরচন্দ্রস্য প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতং (প্রেম্নঃ উদ্ভাবিতা জাতাঃ চিত্তোল্লাসাসহিষ্ণুতাস্থিরতা-নিজক্ষুদ্রমননকাতরাদিভাবাঃ তাভিঃ মিশ্রিতং) লপিতং (প্রলাপং) নিষেব্যতে (আস্বাদ্যতে)।

৯। আদি ৩য় পঃ ৭৬-৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০। আদি ৩য় পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২। চেতোদর্পণমার্জ্জনং (চেতঃ এব দর্পণঃ আদর্শঃ তস্য মার্জ্জনং মালিন্যস্য অপাকরণং যস্মাৎ তৎ) ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং (ভবঃ সংসারঃ এব মহাদাবাগ্নিঃ তস্য নির্ব্বাপণং যস্মাৎ তৎ) শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং (শ্রেয়াংসি এব কৈরবাণি কুমুদানি তেষাং চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না তস্যাঃ বিতরণং যস্মাৎ তৎ) বিদ্যাবধূজীবনং (বিদ্যা এব বধূঃ পত্নী তস্যাঃ জীবনং প্রাণধারণং যস্মাৎ তৎ) আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং (আনন্দঃ প্রেমা এব অম্বুধিঃ সমুদ্রঃ তস্য বর্দ্ধনং যস্মাৎ তৎ) প্রতিপদং (প্রতিক্ষণং) পূর্ণামৃতাস্বাদনং (পূর্ণামৃতস্য আস্বাদনং যস্মাৎ তৎ) সর্ব্বাত্মস্নপনং (সর্ব্বেষাম্ আত্মনাং সর্ব্বতোভাবেন আত্মনো বা স্নপনং যস্মাৎ তৎ) পরং (কেবলমদ্বিতীয়ং) শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং বিজয়তে (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)।

নামসাধনের সুলভত্বের কারণ বা কৃষ্ণের মহাবদান্যতা ;
দুর্দ্দৈবরূপ অপরাধাবস্থায় জীবের
শুদ্ধনামোচ্চারণাভাব ঃ—

পদ্যাবলীতে (১৯) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোক—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার ।
কৃপাতে করিল অনেক-নামের প্রচার ॥ ১৭ ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ।
কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ ।
আমার দুর্দ্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ !! ১৯ ॥

প্রেমলাভার্থ নামকীর্ত্তন-লক্ষণ-বর্ণন ঃ—

যেরূপে লইলে নাম, প্রেম উপজয় ।
তার লক্ষণ-শ্লোক শুন, স্বরূপ-রামরায় ॥ ২০ ॥

সাধ্যনাম-প্রেমলাভার্থ নামসাধনের প্রণালী বা সর্ব্বাপরাধমূলক
দেহাত্মবুদ্ধির নিষেধ ও নৈরন্তর্য্যের বিধি ঃ—

পদ্যাবলীতে (২০) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোক—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম ।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬। হে ভগবন্, তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না।

অনুভাষ্য

২১। হে ভগবন্, (প্রভো কৃষ্ণ,) [ভবতা অহৈতুক্যা কৃপয়া] নাম্নাং বহুধা (বহুপ্রকারঃ) অকারি (প্রকটিতবান্) তত্র (নাম্নি) নিজসর্ব্বশক্তিঃ (আত্মনঃ অনন্তা শক্তিঃ) অর্পিতা (নিহিতা), [অতঃ তস্য] স্মরণে কালঃ অপি ন নিয়মিতঃ (ন বিহিতঃ, অপেক্ষিতঃ; সর্ব্বকালেহপি ন কোহপি বিধিঃ)—তব এতাদৃশী কৃপা ; [কিন্তু তথাপি] মম অপি ঈদৃশং দুর্দ্দৈবং যৎ ইহ (নাম্নি) অনুরাগঃ ন অজনি (ন জাতঃ)।

২১। আদি ১৭শ পঃ ৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতানুকণা—২১। শ্রীগৌরসুন্দরের মুখোদ্গীর্ণ উপদেশ বা শিক্ষাষ্টক ব্রহ্মসূত্র তথা শ্রুতিমন্ত্রসমূহের পল্লবিত, মঞ্জরিত ও পুষ্পিত ফলোদ্যান। আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকের প্রথম পাদের 'তৃণাদপি সুনীচেন' মহাবাক্যটী "অহং ব্রহ্মাস্মি"-শ্রুতিমন্ত্রেরই প্রকৃত তাৎপর্য্য জ্ঞাপন করে। যদিও 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ও 'তৃণাদপি সুনীচেন' বাক্যদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর আপাতবিরোধ দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহাতে অতীব সুন্দর সমন্বয় শ্রীরূপানুগ গৌরজনের কৃপায় দৃষ্ট হয়। 'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থাৎ "অহং গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"—এই বিজ্ঞানই স্বরূপজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান, তাহাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্রের পরিস্ফুট তাৎপর্য্য। আমি মায়াশক্তিজাত জড়বস্তু নহি বা জড়ের ভোক্তা নহি, আমি চেতন—আমি স্বরূপে পূর্ণচেতনেরই আলিঙ্গিত বস্তু—তৎক্রোড়ীভূত বস্তু। জড়ের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাভিমান—যাহা তৃণের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, আমি তাহাও নহি ; তাহা হইতেও আমি কেশাগ্রের শত-সহস্রভাগরূপ অনুচেতনময় স্বরূপকে পৃথক্ করিয়া রাখিব, যাহাতে জড়ের সহিত সমন্বয়-চেষ্টা কখনও না ঘটে। শ্রুতি ভূতশুদ্ধির যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্র শিখাইয়াছেন, তাহাই 'তৃণাদপি সুনীচ' মহাবাক্য সুষ্ঠুতা লাভ করিয়াছে।

উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয়-পাদের 'তরোরপি সহিষ্ণুনা' মহাবাক্যটী "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭) অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই—এই শ্রুতিমন্ত্রের পরিব্যক্ত-রূপ। যিনি পরব্রহ্মের বস্তু বা যিনি পরব্রহ্ম-জাতীয় বস্তু, তিনি পার্থিব কোন ক্ষুদ্র অবাস্তব-বস্তুতে অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন না। জড়বস্তু জড়ের দ্বারা ক্ষুব্ধ ও লুব্ধ হয়, তাই তাহাতে অসহিষ্ণুতা আসিয়া পড়ে ; আর চেতনবস্তু জড় হইতে কোন প্রতিদান চায় না, কেবল চেতনের নিকট অসকৃৎ চেতনের বার্ত্তা বহন করে।

শিক্ষাশ্লোকের তৃতীয়-পাদে "অমানিনা মানদেন" মহাবাক্যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১), "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ ৪।৪।১৯, কঠ ২।১।১১) অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মস্বরূপে কোন জড়ীয় ভেদ নাই—এই শ্রুতিমন্ত্রেরই পরিবর্দ্ধিত রূপ। যিনি সমস্ত বস্তুতে পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান দর্শন করেন—"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" (গীতা ৭।১৯), যিনি ব্রহ্মস্বরূপে জড়ভেদ দর্শন করেন না, তিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র অমানী ও মানদানকারী হইতে পারেন।

চতুর্থ-পাদের "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মহাবাক্য "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐতঃ ১।৫।৩) অর্থাৎ প্রেমভক্তি অপ্রাকৃত ব্রহ্মস্বরূপ—এই শ্রুতিমন্ত্রকে পুষ্পিত করিয়াছে এবং ব্রহ্মসূত্রের ফলাধ্যায়ের 'উপক্রম'-সূত্র "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" হইতে 'উপসংহার'-সূত্রে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এই ব্রহ্মসূত্রসমূহের সার্থকতা সম্পাদনা করিয়াছে। "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—হরিকীর্ত্তনই বস্তুতঃ প্রকৃত প্রজ্ঞা, যেহেতু হরি ও হরিকীর্ত্তন উভয়ই অভিন্ন, অপ্রাকৃত ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" (ভাঃ

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥ ২৩ ॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শনরূপ সম্বন্ধজ্ঞানযোগে নামসাধনে প্রেমলাভ ঃ—

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান ॥ ২৫ ॥

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥" ২৬ ॥

শুদ্ধা অধোক্ষজ-কৃষ্ণভক্তি-কামনা ঃ—

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
'শুদ্ধভক্তি' কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥ ২৭ ॥

প্রেমভক্তের লক্ষণ বা স্বভাব ঃ—

প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥' ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮। প্রেমের এই এক স্বভাব যে, যে-ব্যক্তিতে প্রেমের সত্য সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তিনি দৈন্যসহকারে মনে করেন যে, 'আমার কৃষ্ণে ভক্তিগন্ধও হয় নাই'।

অনুভাষ্য

২৮। যাহারা—প্রেমধনে দরিদ্র, তাহারা কপটতা-বশে প্রেম না পাইয়াই জগতের নিকট আপনাদিগের প্রেমপ্রাপ্তির কথা মিথ্যা করিয়া প্রচার করে, বস্তুতঃ লোকের নিকট বহিঃপ্রকাশ

১১।৫।৩২)—যাঁহারা সঙ্কীর্ত্তনাত্মক যজ্ঞের দ্বারা "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ"—এই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য রুক্মবর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে সুমেধা—প্রাজ্ঞ।

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ,"—শ্রীভগবন্নাম-রূপ শব্দব্রহ্মের আরাধনা—'অসকৃৎ' অর্থাৎ মুহুর্মুহুঃ 'আবৃত্তি' তথা কীর্ত্তনদ্বারাই করিতে হইবে, যেহেতু সমগ্র শাস্ত্রে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই,—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬), "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ" (বৃঃ আঃ ৪।৪।২১) প্রভৃতি শ্রুতিতে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, আত্মবিষয়ক অনুশীলনাদি একবারই করিতে হইবে, না পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে? কোন কোন অনুষ্ঠান একবার পালন করিলেই শাস্ত্রার্থ পালন হইতে পারে, পুনঃ পুনঃ পালন করা অনর্থক—বরং পুনঃ পুনঃ পালন করিলে শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন-দোষেরই সম্ভাবনা হয়। সেইরূপ একবার শ্রবণাদি করিলে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে না—ইহাই কি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য? না, যেমন, যে-পর্য্যন্ত ধান্য হইতে তণ্ডুল নির্গত না হয়, সে-পর্য্যন্ত মুষলাবঘাত করণীয়—তেমনই যে-পর্য্যন্ত আত্মদর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে হইবে। শিষ্য গুরুর উপাসনা করিতেছে, প্রার্থী রাজার চিন্তা করিতেছে, বিরহিণী স্ত্রী পতির ধ্যান করিতেছে ইত্যাদি স্থলে 'উপাসনা', 'ধ্যান', 'চিন্তা' প্রভৃতি শব্দে একই বিষয়ের বার বার সংঘটনই লক্ষিত হইতেছে। যদি কেহ প্রোষিতভর্ত্তৃকাকে অনুক্ষণ উৎকণ্ঠার সহিত পতির চিন্তা করিতে দেখে, তাহা হইলেই বলিয়া থাকে—'অমুকী পতি-চিন্তা করিতেছে।' এইসকল কারণে বেদও 'উপাসিতব্য' প্রভৃতি শব্দে একবার-মাত্র উপাসনার উপদেশ করেন নাই।

কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন,—যে-শাস্ত্র, যে-যুক্তি, কিম্বা যে-উপদেশ একবার প্রয়োগে বিশেষ জ্ঞান জন্মায় না, তাহা যে শতবার প্রয়োগে জ্ঞান জন্মাইবে, তাহার কি আশ্বাস আছে? সূত্রকার পরবর্ত্তী "লিঙ্গাচ্চ" সূত্রে তাহা নিরাস করিয়া বলিয়াছেন,—ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে বারম্বার উপদেশ করিয়াছিলেন, তবেই শ্বেতকেতু ফল লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অনেক সময়ই দেখা যায়, একবার শুনিয়া সম্যক্ বুঝিতে অসমর্থ হইলে লোকে অন্যবারে তাহা বুঝিতে পারে। কারণ, বাক্যার্থ-বোধ পদার্থবোধপূর্ব্বকই উৎপন্ন হয়। পদার্থবিজ্ঞান না হইলে বাক্যার্থজ্ঞান লাভ হয় না। এই পদার্থবিজ্ঞান উৎপত্তির জন্যই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি আবশ্যক।

শ্রীগীতায়ও দেখা যায়,—"**সততং কীর্ত্তয়ন্তো** মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।" (গীতা ৯।১৪)। "মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণাঃ ** **কথয়ন্তশ্চ** মাং নিত্যম্" (গীতা ১০।৯) ইত্যাদি।

আচার্য্য শঙ্কর যে প্রোষিতনামা বিরহিণীর উৎকণ্ঠাময়ী আবৃত্তির উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের শিক্ষায় সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রোষিতভর্ত্তৃকা পতিকে সম্মুখে পাইয়াও অর্থাৎ সম্ভোগের মধ্যেও বিপ্রলম্ভে বিভাবিত হইয়া থাকে। এই বিপ্রলম্ভ সম্ভোগকে পরিপুষ্ট করে, আবার সম্ভোগ বিপ্রলম্ভের অধিকতর উদ্দীপনা করিয়া পতির স্মৃতিকে অবিশ্রান্ত করিয়া রাখে।

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা-ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি দর্শন করিয়া শাস্ত্রতাৎপর্য্য নির্ণয় করা হয়। তদনুসারে ব্রহ্মসূত্রে ফলাধ্যায়েরও তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে পারা যায়। উহার প্রবৃত্তি বা উপক্রম-সূত্রে 'আবৃত্তি'-শব্দ এবং নিবৃত্তি বা উপসংহার-সূত্রে 'অনাবৃত্তি'-শব্দের প্রয়োগ আছে—অর্থাৎ যিনি অভিধেয় পরাবিদ্যার অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) আবৃত্তি করিবেন, তাঁহারাই অনাবৃত্তি সম্ভব, অপরের নহে। আবৃত্তি সকৃৎ বা স্তব্ধ হইলে জগতে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইবে—অনাবৃত্তি বা অনর্থ-নিবৃত্তি সম্ভব হইবে না। তাই উপসংহার-সূত্রে অনাবৃত্তির কথা বলিয়াও আপনার উপদেশকে অসকৃৎ আবৃত্তি করিয়াছেন অর্থাৎ "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এইরূপ একাধিকবার বলিয়া "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই ভগবৎমুখোদ্‌গীর্ণ-বাক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।—("আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"—গৌড়ীয়, ১২শ খণ্ড)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীশিক্ষাষ্টক-অবলম্বনে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'সম্মোদিনী-ভাষ্য', উক্ত ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কৃত 'বিবৃতি'-সম্বলিত 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক'-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

নিষ্কপট সাধকের একমাত্র নিত্য ও শুদ্ধ কাম্য 'শুদ্ধভক্তির স্বরূপ' ঃ—

পদ্যাবলীতে (৮৫) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৪র্থ শ্লোক—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী ।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ' মোরে, কৃষ্ণ কৃপা করি' ॥" ৩০ ॥

দীনতা ও কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য সংযোগ ঃ—

অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান ।
আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান ॥ ৩১ ॥

সাধকের স্ব-স্বরূপে চিদ্বিলাসী অধোক্ষজ-সমীপে কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

পদ্যাবলীতে (১৩) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৫ম শ্লোক—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

তোমার নিত্য দাস মুই, তোমা পাসরিয়া ।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥ ৩৩ ॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি-সম ।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন ॥" ৩৪ ॥

নামসঙ্কীর্ত্তনের সিদ্ধি-প্রার্থনা ঃ—

পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা, দৈন্য হইল উদ্গম ।
কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগে প্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির বাহ্যলক্ষণ ঃ—

পদ্যাবলীতে (৮৪) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৬ষ্ঠ শ্লোক—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ রুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন ।
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ' প্রেমধন ॥" ৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯। হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না ; আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

৩২। ওহে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্যকিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্ম-বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলীসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর।

৩৬। হে নাথ, তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে? বাক্যনিঃসরণ-সময়ে বদনে গদ্গদ্-স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হইবে?

অনুভাষ্য

বা ঘোষণাদ্বারা কপট কৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তিহীন দরিদ্রগণের প্রেম-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় নিজের সৌভাগ্য-জ্ঞাপনের জন্য কপটতাশ্রয়ে অনেকস্থলে বাহ্য-প্রেমের চিহ্ন পরস্পর প্রকাশ করে। শুদ্ধভক্তগণ এই কপট সহজিয়া-গণকে 'প্রেমিক' বলা দূরে থাকুক, তাহাদের সঙ্গকে পর্য্যন্ত ভক্তি-নাশের কারণ জানিয়া বর্জ্জন করেন ; কপটতাপূর্ব্বক তাহাকে 'ভক্ত' আখ্যা দিয়া শুদ্ধভক্তের সহিত তাহাকে সমজ্ঞান করিতে উপদেশ দেন না। যথার্থ প্রেমের উদয় হইলে, জীব নিজের মহিমা গোপনপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনের জন্যই প্রয়াস করেন। কপট প্রাকৃত-সহজিয়াদল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি-লোভে শুদ্ধভক্ত-গণকে 'দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর', 'তত্ত্ববিৎ', 'সূক্ষ্মদর্শী' প্রভৃতি সংজ্ঞায় গর্হণপূর্ব্বক আপনাদিগকে 'রসিক', 'ভজনানন্দী', 'ভাগবতোত্তম', 'লীলারস-পানোন্মত্ত', 'রাগানুগীয়-সাধকাগ্রগণ্য', 'রসজ্ঞ', 'রসিকচূড়ামণি' প্রভৃতি ভূষণে সমলঙ্কৃত করে। বস্তুতঃ তাহারা স্ব-স্ব-চিত্তের প্রাকৃত-ভাবরঙ্গে ভজন-প্রণালীকে কলুষিত করিয়া দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া আপনাদিগের মিছা-বৈষ্ণবত্বেরই বহুমানন করে। এই শ্রেণীর লেখকগণ অপ্রাকৃত-রসের কথা লিখিতে গিয়া নিজ-নিজ প্রাকৃত ভাব-সমূহকে কৃষ্ণসেবার অঙ্গীভূত করে। তাহারা অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-রসের স্বরূপ না জানিয়া বৈরস্যাত্মক প্রাকৃত-সম্ভোগকেই 'রস' বলিয়া জানে।

২৯। হে জগদীশ, জগন্নাথ, অহং ধনং ন, জনং ন, সুন্দরীং কবিতাং বা (ইত্যাদি কৈতবাত্মক ত্রিবর্গমূলং কর্ম্ম) ন কাময়ে (ন প্রার্থয়ে কিন্তু) মম জন্মনি জন্মনি (অতঃ অপৌনর্ভবরূপং জ্ঞানমপি ন কাময়ে, অপি তু) ত্বয়ি (অধোক্ষজে) অহৈতুকী (নিষ্কামা ব্যবধানরহিতা) ভক্তিঃ ভবতাৎ (ভূয়াৎ,—অহং ধর্ম্মার্থ-কামাত্মিকাং ভুক্তিং ভববন্ধমোচনাত্মিকাং মুক্তিং ন প্রার্থয়ে, কেবলাং শুদ্ধামেব সেবাং ত্বচ্চরণে অহং যাচে ইত্যর্থঃ)।

৩২। অয়ি নন্দতনুজ, (সেবানন্দলীলারসবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রসুত) বিষমে ভবাম্বুধৌ (সংসার-সমুদ্রে) পতিতং কিঙ্করং কৃপয়া (অনু-কম্পয়া) তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং (পাদঃ এব পঙ্কজং পদ্মং তস্মিন্ স্থিতা অধিষ্ঠিতা সংলগ্না যা ধূলী তস্যাঃ সদৃশং নিজচির-ক্রীতদাসমেব) মাং বিচিন্তয় (ভাবয়)।

৩৬। হে প্রভো, তব নামগ্রহণে (নাম-ভজনকালে) মম গলদশ্রুধারয়া (গলন্তী যা অশ্রুধারা তয়া সহ) নয়নং, গদ্গদ-রুদ্ধয়া (গদগদেন স্বরভেদেন রুদ্ধয়া) গিরা (বচসা) বদনং, পুলকৈঃ (রোমাঞ্চৈঃ সহ) নিচিতং (ব্যাপ্তং) বপুঃ কদা ভবিষ্যতি?

সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির অন্তর্লক্ষণ ; অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ (কৃষ্ণবিরহ)-মূলক-ভজন ঃ—

রসান্তরাবেশে হইল বিয়োগ-স্ফুরণ ।
উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্যে করে প্রলাপন ॥ ৩৮ ॥

পদ্যাবলীতে (৩২৭) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৭ম শ্লোক—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥" ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ' সম ।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন!! ৪০ ॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন!
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন ॥ ৪১ ॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ ।
সখী সব কহে,—'কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥' ৪২ ॥
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয় ।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয় ॥ ৪৩ ॥

একান্ত কৃষ্ণপরতন্ত্রা-শিরোমণি শ্রীরাধাভাবময় প্রভু ঃ—

হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয় ।
এতভাব এক-ঠাঞি করিল উদয় ॥ ৪৪ ॥
এতভাবে রাধার মন অস্থির হৈলা ।
সখীগণ-আগে প্রৌঢ়ি-শ্লোক যে পড়িলা ॥ ৪৫ ॥
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিলা ।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইলা ॥ ৪৬ ॥

সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির নিষ্ঠা অর্থাৎ একান্ত কৃষ্ণপরতন্ত্রতা ঃ—
পদ্যাবলীতে (১৩৪) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৮ম শ্লোক—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৪৭॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ; "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে?" ঃ—

আমি—কৃষ্ণপদ দাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনু-মন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥ ৪৮ ॥
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয় ।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর—কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥ ৪৯ ॥

মদীয়ত্ব ও তদীয়ত্ব-স্নেহ, বা মধু ও ঘৃত স্নেহ-মাধুর্য্য-বৈচিত্র্য-বর্ণন ; তৎসঙ্গে আমার সুখকালেও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছু আমি তৎপরতন্ত্রা ঃ—

ছাড়ি' অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া ।
তা-সবারে দেয় পীড়া, আমা-সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাঞা ॥ ৫০ ॥

তদ্বিরহে আমার দুঃখকালেও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছু আমি তৎপরতন্ত্রা ঃ—

কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট, সকপট,
অন্য নারীগণ করি' সাথ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'-সকল 'যুগ'বৎ বোধ হইতেছে ; চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে; সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে!

অনুভাষ্য

ভক্তিসন্দর্ভে ৬৯ সংখ্যায় ধৃত প্রভুক্তি—"শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ।।"*

৩৯। গোবিন্দবিরহেণ (ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য বিচ্ছেদেন) মে (মম) নিমেষেণ (ত্রুটিলবপরিমিতকালেন অত্যল্পেন) যুগায়িতং (যুগ-পরিমিত-কালবৎ তদ্বৎ আচরিতং) চক্ষুষা (নয়নেন) প্রাবৃষায়িতং (বর্ষাকালীন-মেঘবৎ আচরিতং) সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতং (শূন্যবৎ আচরিতম্—আভাতীত্যর্থঃ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৭। এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শনদ্বারা মর্ম্মাহতাই করুন, তিনি—লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপেই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ।

৫০। 'মোর বশ তনুমন'—কায় ও মনের একান্ত বাধ্য।

অনুভাষ্য

৪৭। সঃ পাদরতাং (চরণ-সেবৈকপরায়ণাং কিঙ্করীং) মাং (রাধাম্) আশ্লিষ্য (গাঢ়তরং সমালিঙ্গ্য) বা পিনষ্টু (আত্মসাৎ করোতু) বা অদর্শনাৎ (বিচ্ছেদাৎ) মাং মর্ম্মহতাং (মর্ম্মসু প্রপীড়িতাং) করোতু বা, সঃ লম্পটঃ (নিজেন্দ্রিয়তর্পণসুখাভিনিবিষ্টঃ) যথা তথা বিদধাতু (যদৃচ্ছয়া অন্যাভিঃ বল্লভাভিঃ সহ বিহরতু বা) তু (তথাপি) সঃ (কৃষ্ণঃ) এব মৎপ্রাণনাথঃ (মদ্দয়িতঃ এব), অপরঃ ন।

** হরিকথামৃত হইতে শুদ্ধজীবহৃদয়ে যে চিত্তদ্রবতা, কম্প, অশ্রু, পুলকাদি অপ্রাকৃত সাত্ত্বিকভাব প্রকটিত হয়, সেই সব লক্ষণ উপনিষদ্-উক্ত ব্রহ্মজ্ঞান-শ্রবণে হয় না, অতএব উহা দূরে থাকুক।*

মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥ ৫১ ॥

ঐকান্তিকী কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা—'তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ" ঃ—

না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য ।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য ॥ ৫২ ॥

নিরন্তর অনুক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ বা কৃষ্ণসুখবর্দ্ধন-চেষ্টা ঃ—

যে নারীরে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা হয় দুঃখী ।
মুই তার পায়ে পড়ি', লঞা যাঙ হাতে ধরি',
ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী ॥ ৫৩ ॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন-ভর্ৎসনে ।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প-সাধনে ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণের সম্ভোগ-কামিনীকে তিরস্কার ঃ—

সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণ-মর্ম্ম নাহি জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ ।
নিজ-সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণসুখবিধায়িনী স্বপ্রতিকূলা কৃষ্ণসেবিকাকেও আদর ঃ—

যে-গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ ।
মুই তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥ ৫৬ ॥

কুষ্ঠরোগি-বিপ্রপত্নীর পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-বর্ণন ঃ—

কুষ্ঠী-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা ।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা ॥ ৫৭ ॥

"কৃষ্ণপ্রেমভাবিত-চিত্তেন্দ্রিয়কায়া" ঃ—

কৃষ্ণ—মোর জীবন, কৃষ্ণ—মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ—মোর প্রাণের পরাণ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৭। কথিত আছে যে, কোন কুষ্ঠযুক্ত ব্রাহ্মণের পতিব্রতা স্ত্রী পতির তুষ্টির জন্য পতির প্রিয় বেশ্যাকে সেবা করিয়াছিলেন; পতির মরণ-সময়ে পাতিব্রত্য-বলে সূর্য্যের গতি রোধপূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া আপনার মৃতপতিকে জীবিত করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, দৃঢ়-পাতিব্রত্যই কৃষ্ণের শৃঙ্গার-রসোদ্গত জীবের উত্তমধর্ম্ম।

অনুভাষ্য

৫২। ভক্ত নিজের সুখ-দুঃখ গণনা করেন না ; যাহাতে কৃষ্ণের সুখোদয় হয়, তজ্জন্যই অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট। কৃষ্ণের সুখোদয় ব্যতীত ভক্তের নিজের স্বতন্ত্র সুখ আর কিছুই নাই। ভক্তকে কৃষ্ণ দুঃখ দিয়া মহাসুখী হইলে ভক্ত তাদৃশ দুঃখকেই সর্ব্বোত্তম নিজ-সুখ মনে করেন। প্রাকৃত রসিকাভিমানী অতত্ত্বজ্ঞ সহজিয়া-সম্প্রদায়ে কেহ কেহ নিজ সুখাভিলাষকেই কাম্যফল মনে করে, কেহ বা প্রাকৃতসুখ অপেক্ষা কৃষ্ণসেবার উপলক্ষণে 'স্বয়ংই অধিকতর সুখভোগ করিব',—ইত্যাদি নানাপ্রকার স্ব-সুখভোগতাৎপর্য্যময় কর্ম্মকাণ্ডকেই তাহাদের ভজন-চেষ্টার 'ফল' বলিয়া মনে করে ; বস্তুতঃ তাহাদের ঐ প্রকার চেষ্টা ও কল্পনা—শুদ্ধভজন-বিষয়ে কাপট্যমূলক অনভিজ্ঞতার ফলমাত্র।

৫৫। যে ভক্ত নিজসুখে আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করে, তাহার সর্ব্বনাশ হয় ; সে প্রাকৃতসম্ভোগপরায়ণ সহজিয়া 'অভক্ত' হইয়া যায়।

অনুভাষ্য

৫৭। আদিত্য-পুরাণে ও মার্কণ্ডেয়-পুরাণে (১৫।১৯) এবং পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, কোন কুষ্ঠরোগাপন্ন ব্রাহ্মণের পতিব্রতাললামভূতা পত্নী স্বীয় অযোগ্য কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পতির বাসনা-পরিতৃপ্তির জন্য পাপনিকেতন বেশ্যাভবন সংস্কার করিয়া বেশ্যার সহিত নিজের অকর্ম্মণ্য কামুক স্বামীর সম্মিলন প্রয়াস করেন। বেশ্যা স্বীকৃত হওয়ায় পতিব্রতা ব্রাহ্মণী স্বীয় কুষ্ঠরোগী ভর্ত্তাকে তাহার ইচ্ছানুসারে বেশ্যাগৃহে লইয়া গেলেন। সেই কুষ্ঠী পাপিষ্ঠ বিপ্রবন্ধু পতিব্রতার নিষ্ঠা অবলোকনপূর্ব্বক অবশেষে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব-গৃহে রাত্রিতে প্রত্যাগমনকালে মাণ্ডব্যঋষির গাত্রে তাহার পদস্পৃষ্ট হওয়ায় অভিশপ্ত হন। পতিব্রতা ব্রাহ্মণী যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পতির অজ্ঞান-কৃত-কর্ম্মে ঋষি তদীয় সমাধিভঙ্গহেতু ক্রুদ্ধ হইয়া 'সূর্য্যোদয়ের পরেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবে' বলিয়া অভিশাপ দিয়াছেন এবং তৎফলে পাতিব্রত্য-সত্ত্বেও তাঁহার বৈধব্য—অবশ্যম্ভাবী, তখন তৎপ্রতিষেধকল্পে সূর্য্যোদয় বন্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস-দর্শনে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব,—এই প্রধান দেবত্রয় তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক পতিব্রতার পতিপরায়ণতায় সন্তুষ্ট হইয়া পতির পুনরায় নিরাময়তা ও নবজীবন-লাভের ব্যবস্থা করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, এইরূপ নিজস্বার্থবর্জ্জিত হইয়া কেবল-পাতিব্রত্যই (কেবল-সেব্যসুখবাঞ্ছাই) শুদ্ধভক্তজনোচিত।

হৃদয়-উপরে ধরোঁ, সেবা করি' সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥ ৫৮ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণসুখবিধান ও নিরন্তর কৃষ্ণৈকৈঙ্কর্য্যাভিমান ঃ—

মোর সুখ—সেবনে, কৃষ্ণের সুখ—সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ দান ।
কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি', কহে মোরে 'প্রাণেশ্বরি',
মোর হয় 'দাসী'-অভিমান ॥ ৫৯ ॥

সম্ভোগ অপেক্ষা সেবনেই সেবিকার অসীম প্রীতি ঃ—

কান্ত-সেবা-সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী—লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
নারায়ণ-হৃদি স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে 'দাসী'-অভিমানী ॥" ৬০ ॥

শ্রীরাধা-ভাবময় প্রভুর কেবল প্রেম-আস্বাদন ঃ—

এই রাধার বচন, শুদ্ধ প্রেম-লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌর-রায় ।
ভাবে মন নহে স্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন-দেহ ধারণ না যায় ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছায় আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাভাব ; স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার মহাবদান্য গৌরের শিক্ষাষ্টক-দ্বারা জীবকে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত-ফল-নির্য্যাস-বিতরণ ঃ—

ব্রজেশ্বর-শুদ্ধপ্রেম,— যেন জাম্বুনদ-হেম,
আত্মসুখের যাঁহা নাহি গন্ধ ।
স্ব-প্রেম জানা'তে লোকে, প্রভু কৈলা এই শ্লোকে,
পদ কৈলা অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥ ৬২ ॥
এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা ।
প্রলাপ করিলা কিছু শ্লোক পড়িয়া ॥ ৬৩ ॥

এই শিক্ষাষ্টকের স্বয়ংই আস্বাদক ও স্বয়ংই প্রচারক ঃ—

পূর্ব্বে অষ্ট-শ্লোক করি' লোকে শিক্ষা দিলা ।
সেই অষ্ট-শ্লোক আপনে আস্বাদিলা ॥ ৬৪ ॥

'শ্রীশিক্ষাষ্টক'-শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিশ্চয়ই কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

প্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'-শ্লোক যেই পড়ে, শুনে ।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তা'র বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৬৫ ॥

পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সমুদ্রোদ্বেলনের ন্যায় অতুল-গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও বিপ্রলম্ভোত্থ দিব্যোন্মাদ-মহাভাবে প্রভুর সর্ব্বদা অস্থিরতা ঃ—

যদ্যপি প্রভু—কোটীসমুদ্র-গম্ভীর ।
নানা-ভাব-চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥ ৬৬ ॥

মহাভাগবত, মুক্ত, পরমহংসগণের নিত্য আস্বাদ্য ও বিপ্রলম্ভ-ভাবাবিষ্ট প্রভুর প্রিয় গ্রন্থাবলী ঃ—

যেই যেই শ্লোক জয়দেব, ভাগবতে ।
রায়ের নাটকে, যেই আর কর্ণামৃতে ॥ ৬৭ ॥
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠনে ।
সেই সেই ভাবাবেশে করেন আস্বাদনে ॥ ৬৮ ॥

শেষ দ্বাদশবর্ষে অন্ত্যলীলায় অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ঃ—

দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা—রাত্রি-দিনে ।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুইবন্ধু-সনে ॥ ৬৯ ॥

সাক্ষাৎ ভগবান্ শেষ-বিষ্ণুরও প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমদশা-বর্ণনে অসামর্থ্য ঃ—

সেই রস-লীলা সব আপনে অনন্ত ।
সহস্র-বদনে বর্ণি' নাহি পা'ন অন্ত ॥ ৭০ ॥

মহাসুকৃতিফলে জীব সেই সিন্ধুর বিন্দুস্পর্শে ধন্য ঃ—

জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি কোন্ তাহা পারে বর্ণিতে ?
তার এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে ॥ ৭১ ॥

গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে প্রভুর প্রেমচেষ্টা-বর্ণন-বিরাম ঃ—

যত চেষ্টা, যত প্রলাপ,—নাহি পারাবার ।
সে-সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ॥ ৭২ ॥

চৈতন্যভাগবতে বিস্তৃত বর্ণনহেতু এইগ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণিত, তথায় সংক্ষেপে বর্ণন-হেতু এস্থলে বিস্তৃত বর্ণিত ঃ—

বৃন্দাবন-দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল ।
সেইসব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল ॥ ৭৩ ॥
তাঁর ত্যক্ত 'অবশেষ' সংক্ষেপে কহিল ।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ॥ ৭৪ ॥
অতএব সেইসব লীলা না পারি বর্ণিবারে ।
সমাপ্ত করিলুঁ লীলা করি' নমস্কারে ॥ ৭৫ ॥
যে কিছু কহিলুঁ এই দিক্দরশন ।
এই অনুসারে হবে তার আস্বাদন ॥ ৭৬ ॥

স্বয়ং শ্রীচৈতন্যেচ্ছা-পরিচালিত হইয়াও গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি ঃ—

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে ।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে ॥ ৭৭ ॥

মানদ-গ্রন্থকারের শ্রোতৃবর্গকে বন্দনা ঃ—

সব শ্রোতা-বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ ।
চৈতন্যচরিত্র-বর্ণন কৈলুঁ সমাপন ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য

৬২। পাঠান্তরে, 'ব্রজের বিশুদ্ধপ্রেম' ; পাঠান্তরে, 'সে-প্রেম'।

৬৭। 'জয়দেব'—অর্থাৎ তৎকৃত অষ্টপদী বা গীতগোবিন্দ।

অলৌকিক অধোক্ষজ গৌরলীলা-সিন্ধু—বদ্ধজীবের স্পর্শাতীত, জীবাভিমানে দৈন্যভরে গ্রন্থকারের তদ্বিন্দুস্পর্শচেষ্টা-মাত্র ঃ—

আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষীগণ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥ ৭৯ ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পার।
'জীব' হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ?? ৮০ ॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি, ততেক বর্ণিলুঁ।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইলুঁ ॥ ৮১ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য ও গৌরলীলা ঃ—

নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র—বৃন্দাবন-দাস।
চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয়েন 'আদিব্যাস' ॥ ৮২ ॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥ ৮৩ ॥
যে কিছু বর্ণিলুঁ, সেহ সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারেন, তবু রাখিয়াছেন লিখিয়া ॥ ৮৪ ॥

বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও শুদ্ধবিষ্ণুভক্তি-সম্বন্ধে চূড়ান্ত গ্রন্থ চৈতন্যভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ ঃ—

চৈতন্য-মঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন, সেই পরম-প্রমাণে ॥ ৮৫ ॥
"সংক্ষেপে কহিলুঁ, বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিবেন বর্ণনে ॥ ৮৬ ॥
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে-স্থানে।
সত কহেন,—'আগে ব্যাস করিলা বর্ণনে ॥' ৮৭ ॥

অমানী ও মানদ-গ্রন্থকারের আপনাকে ঠাকুর-বৃন্দাবনের উচ্ছিষ্টভোজি-জ্ঞান ঃ—

চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু—দুগ্ধাব্ধি-সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি' তেঁহো কৈলা পান ॥ ৮৮ ॥
তাঁর ঝারী-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা ॥ ৮৯ ॥

পুনর্দৈন্যোক্তি ঃ—

আমি—অতি ক্ষুদ্র জীব, পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী ॥ ৯০ ॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইলুঁ লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥ ৯১ ॥

প্রাকৃত কবি ও সাহিত্যিকের ন্যায় অপ্রাকৃত কবিসম্রাট্ গ্রন্থকার অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা না হইয়া সম্পূর্ণ কৃষ্ণপরতন্ত্র ও চৈতন্যেচ্ছা-পরিচালিত ঃ—

'আমি লিখি',—ইহ মিথ্যা করি অনুমান।
আমার শরীর—কাষ্ঠপুতলী-সমান ॥ ৯২ ॥

আপনাকে যন্ত্রজ্ঞানে স্বীয় অযোগ্যতা-জ্ঞাপন ঃ—

বৃদ্ধ-জরাতুর আমি অন্ধ, বধির।
হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥ ৯৩ ॥
নানা-রোগগ্রস্ত,—চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ-পীড়া-ব্যাকুল, রাত্রি-দিনে মরি ॥ ৯৪ ॥
পূর্ব্বে গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখিয়ে, শুন ইহার কারণ ॥ ৯৫ ॥

স্বীয় উপাস্যবিগ্রহগণের বর্ণন ঃ—

শ্রীগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভক্ত, আর শ্রীশ্রোতৃবৃন্দ ॥ ৯৬ ॥
শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ-দাস শ্রীগুরু, শ্রীজীবচরণ ॥ ৯৭ ॥

মদনমোহন-কৃপা-লাভরূপ স্ব-সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন ঃ—

ইঁহা-সবার চরণ-কৃপায় লেখায় আমারে।
আর এক হয়—তেঁহো অতিকৃপা করে ॥ ৯৮ ॥
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি'।
কহিতে না যুয়ায়, তবু রহিতে না পারি ॥ ৯৯ ॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ।
দম্ভ করি' বলি, শ্রোতা, না করিহ রোষ ॥ ১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০। রাঙ্গাটুনী—ক্ষুদ্র টুন্‌টুনীপক্ষী।

৯২। আমি কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য ; আমি যে এই গ্রন্থ লিখিয়াছি,—ইহা অনুমান করা বৃথা। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ ও ভক্তগণই আমাকে এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন।

অনুভাষ্য

৭৯। ভাঃ ১।১৮।২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৮২। কেহ কেহ বলেন,—পরবর্ত্তী শুদ্ধ গৌরলীলা-লেখক আচার্য্যগণও 'আদিব্যাস' শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আনুগত্যে তদভিন্ন অঙ্গ বা 'প্রকাশ-ব্যাস'-শব্দবাচ্য।

৮৭। পাঠান্তরে,—'আগে ব্যাস করিবেন বর্ণনে' অর্থাৎ চৈতন্যভাগবতে ১ম অঃ—"শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস। বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস।।" ইত্যাদি বহু বচন শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রমুখ পরবর্ত্তী গৌরলীলা-লেখক শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছে,—এইরূপ ব্যাখ্যাও কেহ কেহ করিয়া থাকেন।

৯৭। 'শ্রীরঘুনাথদাস শ্রীগুরু'—গ্রন্থকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভজনশিক্ষাগুরুই শ্রীরূপানুগশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামিপ্রভু। পরবর্ত্তী ১৪৫ সংখ্যা ও আদি ১ম পঃ সর্ব্বপ্রথমে অনুভাষ্যে শ্রীরূপানুগ-আম্নায় বা গুরুপারম্পর্য্য দ্রষ্টব্য।

শ্রোতৃগণকে বন্দনা ঃ—

তোমা-সবার চরণ-ধূলি করিনু বন্দন ।
তাতে চৈতন্য-লীলা হৈল যে কিছু লিখন ॥ ১০১ ॥

ভাগবতে ব্যাসরীত্যনুসরণে সংক্ষেপে অন্ত্যলীলার পরিচ্ছেদ-সমূহের বর্ণনমুখে পুনরাবৃত্তি ঃ—

এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ ।
'অনুবাদ' কৈলে পাই লীলার 'আস্বাদ' ॥ ১০২ ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে—রূপের দ্বিতীয়-মিলন ।
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান-শ্রবণ ॥ ১০৩ ॥
তার মধ্যে শিবানন্দ-সঙ্গে কুক্কুর আইলা ।
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাঞা মুক্ত করিলা ॥ ১০৪ ॥
দ্বিতীয়ে—ছোট হরিদাসে করাইলা শিক্ষণ ।
তার মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য দর্শন ॥ ১০৫ ॥
তৃতীয়ে—হরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড ।
দামোদর-পণ্ডিত কৈলা প্রভুরে বাক্যদণ্ড ॥ ১০৬ ॥
প্রভু 'নাম' দিয়া কৈলা ব্রহ্মাণ্ড-মোচন ।
হরিদাস করিলা নামের মহিমা-স্থাপন ॥ ১০৭ ॥
চতুর্থে—শ্রীসনাতনের দ্বিতীয়-মিলন ।
দেহত্যাগ হৈতে তাঁর করিলা রক্ষণ ॥ ১০৮ ॥
জ্যৈষ্ঠ-মাসে প্রভু তাঁরে কৈলা পরীক্ষণ ।
শক্তি সঞ্চারিয়া পুনঃ পাঠাইলা বৃন্দাবন ॥ ১০৯ ॥
পঞ্চমে—প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা করিলা ।
রায়-দ্বারা কৃষ্ণকথা তাঁরে শুনাইলা ॥ ১১০ ॥
তার মধ্যে 'বাঙ্গাল'-কবির নাটক-উপেক্ষণ ।
স্বরূপ-গোসাঞি কৈলা বিগ্রহের মহিমা-স্থাপন ॥১১১॥
ষষ্ঠে—রঘুনাথ-দাস প্রভুরে মিলিলা ।
নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়া-মহোৎসব কৈলা ॥ ১১২ ॥
দামোদর-স্বরূপ ঠাঞি তাঁরে সমর্পিল ।
'গোবর্দ্ধন-শিলা', 'গুঞ্জামালা' তাঁরে দিল ॥ ১১৩ ॥
সপ্তম-পরিচ্ছেদে—বল্লভ-ভট্টের মিলন ।
নানা-মতে কৈলা তাঁর গর্ব্ব-খণ্ডন ॥ ১১৪ ॥
অষ্টমে—রামচন্দ্রপুরীর আগমন ।
তাঁর ভয়ে কৈলা প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন ॥ ১১৫ ॥
নবমে—গোপীনাথ পট্টনায়ক-মোচন ।
ত্রিজগতে লোক প্রভুর পাইল দরশন ॥ ১১৬ ॥
দশমে—কহিলুঁ ভক্তদত্ত-আস্বাদন ।
রাঘব-পণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন ॥ ১১৭ ॥

অনুভাষ্য

১০৯। পাঠান্তরে—"জ্যৈষ্ঠমাসে ধূপে তাঁরে।"

তার মধ্যে গোবিন্দের কৈলা পরীক্ষণ!
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের বর্ণন ॥ ১১৮ ॥
একাদশে—হরিদাস-ঠাকুরের নির্য্যাণ ।
ভক্ত-বাৎসল্য যাঁহা দেখাইলা গৌর-ভগবান্ ॥ ১১৯ ॥
দ্বাদশে—জগদানন্দের তৈল-ভঞ্জন ।
নিত্যানন্দ কৈলা শিবানন্দেরে তাড়ন ॥ ১২০ ॥
ত্রয়োদশে—জগদানন্দ মথুরা যাই' আইলা ।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা ॥ ১২১ ॥
রঘুনাথ-ভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন ।
প্রভু তাঁরে কৃপা করি' পাঠাইল বৃন্দাবন ॥ ১২২ ॥
চতুর্দ্দশে—দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ বর্ণন ।
'শরীর' এথা প্রভুর, মন গেলা বৃন্দাবন ॥ ১২৩ ॥
তার মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন ।
অস্থি-সন্ধি-ত্যাগ, অনুভাবের উদ্গম ॥ ১২৪ ॥
চটক-পর্ব্বত দেখি' প্রভুর ধাবন ।
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ-বর্ণন ॥ ১২৫ ॥
পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদে—উদ্যান-বিলাসে ।
বৃন্দাবনভ্রমে যাঁহা করিলা প্রবেশে ॥ ১২৬ ॥
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ ।
তার মধ্যে করিলা রাসে কৃষ্ণ-অন্বেষণ ॥ ১২৭ ॥
ষোড়শে—কালিদাসে প্রভু কৃপা করিলা ।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা ॥ ১২৮ ॥
শিবানন্দের বালকে শ্লোক করাইলা ।
সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুরে কৃষ্ণ দেখাইলা ॥ ১২৯ ॥
মহাপ্রসাদের তাঁহা মহিমা বর্ণিলা ।
কৃষ্ণাধরামৃতের ফল-শ্লোক আস্বাদিলা ॥ ১৩০ ॥
সপ্তদশে—গাভী-মধ্যে প্রভুর পতন ।
কূর্ম্মাকার-অনুভাবের তাঁহাই উদ্গম ॥ ১৩১ ॥
কৃষ্ণের শব্দগুণে প্রভুর মন আকর্ষিলা ।
"কাস্ত্র্যঙ্গ তে" শ্লোকের অর্থ আবেশে করিলা ॥১৩২॥
ভাব-শাবল্যে পুনঃ কৈলা প্রলাপন ।
কর্ণামৃত-শ্লোকের অর্থ কৈলা বিবরণ ॥ ১৩৩ ॥
অষ্টাদশ-পরিচ্ছেদে—সমুদ্রে পতন ।
কৃষ্ণ-গোপী-জলকেলি তাঁহা দরশন ॥ ১৩৪ ॥
তাঁহাই দেখিলা কৃষ্ণের বন্যভোজন ।
জালিয়া উঠাইল, প্রভু আইলা স্ব-ভবন ॥ ১৩৫ ॥
ঊনবিংশে—ভিত্ত্যে প্রভুর মুখসঙ্ঘর্ষণ ।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি-প্রলাপ-বর্ণন ॥ ১৩৬ ॥

বসন্ত-রজনীতে পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য-শ্লোকের অর্থ-বিবরণ ॥ ১৩৭ ॥
বিংশতি-পরিচ্ছেদে—নিজ-'শিক্ষাষ্টক' পড়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিলা আবিষ্ট হঞা ॥ ১৩৮ ॥
ভক্তে শিখাইতে যেই শিক্ষাষ্টক কহিলা।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিলা ॥ ১৩৯ ॥

অনুবাদ, পুনরালোচন বা পুনরাবৃত্তি-ফলেই লীলা-স্মরণোদয় ঃ—

মুখ্য-মুখ্য-লীলার অর্থ করিলুঁ কথন।
'অনুবাদ' হৈতে স্মরে গ্রন্থ-বিবরণ ॥ ১৪০ ॥

বাহুল্যভয়ে প্রধান প্রধান ঘটনামাত্র বর্ণিত ঃ—

এক এক পরিচ্ছেদের কথা—অনেক প্রকার।
মুখ্য-মুখ্য কহিলুঁ, কথা না যায় বিস্তার ॥ ১৪১ ॥

গ্রন্থকারের স্বোপাস্য-বিগ্রহ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাধিদেব গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীরাধা-মদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথ ঃ—

শ্রীরাধা-সহ 'শ্রীমদনমোহন'।
শ্রীরাধা-সহ 'শ্রীগোবিন্দ'-চরণ ॥ ১৪২ ॥
শ্রীরাধা-সহ শ্রীল 'শ্রীগোপীনাথ'।
এই তিন ঠাকুর হয় 'গৌড়ীয়ার নাথ' ॥ ১৪৩ ॥

সপরিকর গৌরের প্রণাম ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীযুক্ত, নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য, শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১৪৪ ॥

গ্রন্থকারের গৌরশক্তিস্বরূপ গুরুবর্গের প্রণাম ঃ—

শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন।
গুরু শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীবচরণ ॥ ১৪৫ ॥

তাঁহাদিগের নমস্কারেই অভীষ্টসিদ্ধি ঃ—

নিজ-শিরে ধরি' এই সবার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত-পূরণ ॥ ১৪৬ ॥

চৈতন্যময়ী নিত্যানন্দ-কৃপার আনুগত্যেই জিহ্বা বা বাক্যের চৈতন্যলীলা-কীর্ত্তনে সামর্থ্য ঃ—

সবার চরণ-কৃপা—গুরু 'উপাধ্যায়ী'।
তার বাণী—শিষ্যা, তারে বহুত নাচাই ॥ ১৪৭ ॥
শিষ্যার শ্রম দেখি' গুরু নাচান রাখিলা।
'কৃপা' না নাচায়, 'বাণী' বসিয়া রহিলা ॥ ১৪৮ ॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইলা, নাচি' করিলা বিশ্রামে ॥ ১৪৯ ॥

শ্রোতৃগণের বন্দনা ও কৃপা-প্রার্থনা ঃ—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ-বন্দন।
যাঁ-সবার চরণ-কৃপা—শুভের কারণ ॥ ১৫০ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁর চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে ॥ ১৫১ ॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক-ভূষণ।
তোমরা এ-অমৃত পিলে সফল হৈল শ্রম ॥ ১৫২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৩ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি ঃ—

চরিতমমৃতমেতচ্ছ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্ যঃ।
তদমলপদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম্ ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে শ্রীচৈতন্যে এই গ্রন্থামৃতার্পণ ঃ—

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৪। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের এই অমৃতসদৃশ শুভদ এবং অশুভনাশি চরিত্র আস্বাদন করেন, এই লেখক তাঁহার অমলপাদপদ্মের ভৃঙ্গ হইয়া প্রেমমাধ্বীকপূর্ণ এই রস অতিশয় আস্বাদন করেন।

অনুভাষ্য

১৪৭। উপাধ্যায়ী,—'উপেত্য অধীয়তে অস্মাৎ'; "একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ। যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে।।" *—(মনু সং); কলাবিদ্যা-শিক্ষক। পাঠান্তরে—'মোর বাণী শিষ্যা।

১৫৪। যঃ শ্রদ্ধয়া শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ এতৎ অশুভনাশি শুভদং চরিতম্ আস্বাদয়েৎ, সঃ অয়ং তদমলপদপদ্মে ভৃঙ্গতাম্ এত্য (প্রাপ্য) প্রেমমাধ্বীকপূরং (প্রেমমদিরাপূর্ণং) রসম্ উচ্চৈঃ (অতিশয়েন) রসয়তি (আস্বাদয়তি)।

১৫৫। শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে এতৎ

** উপাধ্যায়ী—নিকট গমন করিয়া, ইঁহা হইতে অধ্যয়ন করা হয়। মনুসংহিতা—'যিনি জীবনধারণের জন্য বেদের একদেশ, আবার বেদের ষড়অঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ) অধ্যাপন করিয়া থাকেন, তিনি উপাধ্যায় বলিয়া কথিত হন।*

অমৃতানুকণা—১৫৫। শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দদেবের প্রীতিবিধানের জন্য এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যদেবে সমর্পিত হউক্।

কৃষ্ণপাদপদ্মই অপ্রাকৃত অনন্ত-রসাধার ঃ—

পরিমলবাসিতভুবনং

স্বরসোন্মাদিত-রসিকালম্বম্ ।

গিরিধরচরণাম্ভোজং কঃ

খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুম্ ॥ ১৫৬ ॥

নিজাভীষ্টদেব শ্রীরাধাগোবিন্দে প্রপত্তি ঃ—

মৎপ্রাণসর্ব্বস্বপদাব্জরেণো-

র্মদীশ্বরী-শ্রীযুতরাধিকায়াঃ ।

প্রাণোরুসর্ব্বস্বপদাব্জরেণুং

শ্রীশ্রীল-গোবিন্দমহং প্রপদ্যে ॥ ১৫৭ ॥

গ্রন্থসমাপ্তির কাল-নির্দ্দেশ ঃ—

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে ।

সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥১৫৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদনং নাম বিংশ পরিচ্ছেদঃ।

ইতি অন্ত্যলীলা সমাপ্তা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৬। কৃষ্ণের যে চরণকমল পরিমলের দ্বারা ভুবনকে সৌরভিত করিয়া, স্বীয় রসে উন্মাদিত করিয়া, রসিকদিগের আলম্বনস্বরূপ হইয়াছেন, তাহা কোন্ রসিক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন?

১৫৭। আমার প্রাণসর্ব্বস্বের পদাব্জরেণুর বলে মদীশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রাণের অধিক ও সর্ব্বস্বরূপ পদাব্জরেণুকে ধ্যানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে প্রপত্তি করি।

১৫৮। ১৫৩৭ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল।

বিপিনবিহারী হরি, তাঁর শক্তি অবতরি',
বিপিনবিহারী প্রভুবর।
শ্রীগুরুগোস্বামি-রূপে, দেখি' মোরে ভবকূপে,
উদ্ধারিল আপন-কিঙ্কর ॥
তদাজ্ঞা-পালনকামে, 'অমৃতপ্রবাহ'-নামে,
চৈতন্যচরিতামৃত-অর্থ।
রচিলাম সযতনে, অর্পিলাম ভক্তগণে,
পাঠ করি' ঘুচাও অনর্থ ॥
যে-সব আত্মজ মম, করিয়াছে পরিশ্রম,
এই গ্রন্থ প্রস্তুত-কারণে।
নির্ব্বিঘ্ন-জীবনে সবে, সাধুসঙ্গ-মহোৎসবে,
করুক ভক্তি শ্রীহরিচরণে ॥
বৈষ্ণব-চরণে ধরি', সদৈন্য প্রার্থনা করি,
এ দাসের জীবনাবশেষে।
শ্রীগোদ্রুমে সাধুসঙ্গে, চিদানন্দ-রসরঙ্গে,
যায় দিন কৃষ্ণনামাবেশে ॥
এ সংসার—সারহীন, এতে মজে অর্ব্বাচীন,
ইহাতে বিরক্ত মহাশয়।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণে ভজে, রাধাকৃষ্ণে সেবে ব্রজে,
নিরন্তর কৃষ্ণনামাশ্রয় ॥

অনুভাষ্য

চৈতন্যচরিতামৃতং গ্রন্থং চৈতন্যার্পিতং (শ্রীচৈতন্যে সমর্পিতম্) অস্তু।

১৫৬। কঃ রসিকঃ (রসজ্ঞঃ কৃষ্ণভজনশীলঃ) পরিমল-বাসিতভুবনং (সুগন্ধেন সুরভিতং ভুবনং যেন তৎ) স্বরসো-ন্মাদিত-রসিকালম্বং (শৃঙ্গাররসোন্মাদিত-রসিকাবলম্বনং) গিরি-ধরচরণাম্ভোজং হাতুং (পরিত্যক্তুং) সমীহতে (সংচেষ্টতে)?

১৫৮। অয়ং (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাখ্যঃ) গ্রন্থঃ বৃন্দাবনান্তরে জ্যৈষ্ঠে অসিতপঞ্চম্যাং (কৃষ্ণপঞ্চম্যাং) সূর্য্যাহে (রবিবারে) সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ ('অঙ্কস্য বামা গতিঃ' ইতি ন্যায়েন, ১৫৩৭ শকাবনীপতেরতীতাব্দে) পূর্ণতাং গতঃ।

১৫৬ হইতে ১৫৮ পর্য্যন্ত শ্লোক অনেক পাঠে দৃষ্ট হয় না।

চারিশত ঊনত্রিংশে, জ্যৈষ্ঠে দিন একত্রিংশে,
চৈতন্যাব্দে, মাস—ত্রিবিক্রম।
শ্রীব্রজপত্তনে থাকি', 'গৌরহরি' বলি' ডাকি,
দয়িতদাসিয়া নরাধম ॥ ১ ॥
নবদ্বীপ-মায়াপুরে, প্রভুগৃহ নাতিদূরে,
অনুভাষ্য কৈল সমাপন।
শ্রীগৌরকিশোর-দাস, সম্প্রতি কুলিয়া বাস,
যাঁর ভৃত্য—এই অভাজন ॥ ২ ॥
আজি এই সুখ-দিনে, ভকতিবিনোদ বিনে,
সুখবার্ত্তা জানাব কাহারে?
'অনুভাষ্য' শুনি' যেই, পরম প্রফুল্ল হই',
উরুকৃপা বিতরিল মোরে ॥ ৩ ॥
তাঁহার করুণা-কথা, মাধব-ভজন-প্রথা,
তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
তাঁর সম অন্য কেহ, ধরিয়া এ নরদেহ,
নাহি দিল কৃষ্ণপ্রেমধনে ॥ ৪ ॥
সেই প্রভু-শক্তি পাই', এবে 'অনুভাষ্য' গাই,
ইহাতে আমার কিছু নাই।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

গৌর চারিশত-দশে, মেষ-শুক্ল-একাদশে,
শ্রীসুরভিকুঞ্জ-বনান্তরে।
সম্পূর্ণ হইল ভাষ্য, ইহাতে পূরিল দাস্য,
দোষ-ক্ষমা মাগি অতঃপরে ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের **অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য** সমাপ্ত।

অনুভাষ্য

যাবৎ জীবন রবে, তাবৎ স্মরিব ভবে,
নিত্যকাল সেই পদ চাই ॥ ৫ ॥
গদাধর-মিত্রবর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর,
সদা কাল গৌর-কৃষ্ণ যজে।
জগতের দেখি' ক্লেশ, ধরিয়া ভিক্ষুক-বেশ,
অহরহঃ কৃষ্ণনাম ভজে ॥ ৬ ॥
শ্রীগৌর-ইচ্ছায় দুই, মহিমা কি কব মুই,
অপ্রাকৃত-পারিষদ-কথা।
প্রকট হইয়া সেবে, কৃষ্ণ-গৌরাভিন্ন-দেবে,
অপ্রকাশ্য কথা যথা তথা ॥ ৭ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-নিজজন, ভকতিবিনোদ-গণ,
অপ্রাকৃত-ভাবে যাঁর স্থিতি।
'অনুভাষ্য' সযতনে, পাঠ কর ভক্ত-সনে,
লাভ কর যুগল-পীরিতি ॥ ৮ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের **অনুভাষ্য** সমাপ্ত।